একক ৩ ❑ সমাজ সংস্কার আন্দোলন

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য

- ৩.২.১ নবজাগরণের গতিধারা
- ৩.২.২ ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ
- ৩.২.৩ বাঙ্গলায় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস
- ৩.২.৪ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ
- ৩.২.৫ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার
- ৩.২.৬ মিশনারীদের অবদান
- ৩.২.৭ মিশনারীদের উদ্দেশ্য
- ৩.২.৮ মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

৩.৩ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন

- ৩.৩.১ রামমোহনের প্রথম জীবন ও শিক্ষা এবং আদর্শ
- ৩.৩.২ রামমোহনের ধর্মচিন্তা
- ৩.৩.৩ আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা
- ৩.৩.৪ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা
- ৩.৩.৫ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য
- ৩.৩.৬ বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ নিবারণ
- ৩.৩.৭ প্রথম আধুনিক মানুষ ঃ রামমোহন
- ৩.৩.৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্ম সমাজ
- ৩.৩.৯ কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ
- ৩.৩.১০ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রসার
- ৩.৩.১১ ব্রাহ্ম সমাজের ভাঙ্গন
- ৩.৩.১২ ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের প্রভাব

৩.৪ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- ৩.৪.১ প্রথম জীবন
- ৩.৪.২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কার্যাবলী

৩.৪.৩ বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কার
৩.৪.৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান
৩.৫ নব্যবঙ্গ আন্দোলন ও ডিরোজিও
৩.৫.১ ডিরোজিও ও তার আদর্শ
৩.৫.২ ডিরোজিওর পরবর্তী কালে নব্যবঙ্গ আন্দোলন
৩.৫.৩ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের অবদান
৩.৫.৪ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ
৩.৬ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন
৩.৬.১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার মত
৩.৬.২ স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য
৩.৬.৩ বিবেকানন্দ ও ধর্ম সমন্বয়
৩.৬.৪ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা
৩.৬.৫ রামকৃষ্ণ মিশন ও ধর্মান্দোলন
৩.৬.৬ নারী শিক্ষার প্রসার ও নিবেদিতার ভূমিকা
৩.৬.৭ থিওসফিক্যাল সোসাইটি
৩.৭ পশ্চিম ভারতে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন
৩.৭.১ মহারাষ্ট্রে পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার
৩.৭.২ মহারাষ্ট্রে কারিগরী ও নারী শিক্ষার প্রসার
৩.৭.৩ মহারাষ্ট্রে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন
৩.৭.৪ প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন
৩.৭.৫ প্রার্থনা সমাজের উদ্দেশ্য
৩.৭.৬ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পার্থক্য
৩.৭.৭ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ও তাঁর কার্যাবলী
৩.৭.৮ রাণাডের অবদান
৩.৭.৯ বাল গঙ্গাধর তিলকের অবদান
৩.৭.১০ মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সমাজ সংস্কার
৩.৮ আর্য সমাজ আন্দোলন
৩.৮.১ দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও তাঁর সংস্কার প্রয়াস
৩.৯ সারাংশ
৩.১০ অনুশীলনী
৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

বর্তমানে এককটি অধ্যায়ন করে আপনারা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন গতিধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলি বি(-ষণ করতে পারবেন। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা গুলি ঃ

- পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও সংস্কার চেতনার উন্মেষ
- প্রাচ্যপন্থী, ঐতিহ্যবাদী ও সমন্বয়ধর্মী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন।
- সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র রূপে বাঙ্গলা দেশের ভূমিকা।
- পশ্চিমভারত তথা গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে সমাজসংস্কার আন্দোলন।
- জাতীয় ঐক্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ।
- শিক্ষার প্রসার, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার, সামাজিক কু-প্রথার অবসান।

৩.১ প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষের ব্যাপক ও সামগ্রিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। এই পরিবর্তনের প্রভাব এসে পড়েছিল সমাজব্যবস্থার মধ্যে। প্রভাবিত হয়েছিল ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি। কারণ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কালীন কোম্পানি শাসন ও শোষণ ভারতীয় আর্থ সামাজিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে ফেলছিল, তীব্র হয়েছিল সামাজিক জড়তা, সাংস্কৃতিক অব(য়। মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি, আচার-সর্বস্ব ধর্মব্যবস্থা, নিষ্ঠুর অমানবিক কুসংস্কারের বেড়াজালে ভারতে দেখা গিয়েছিল এক অন্ধকারময় যুগ। এই সময়কালে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন চিরাচরিত ঐতিহ্য, প্রথা, অন্ধবি(াস ও কুসংস্কার যেন এক দৃঢ় ভিত্তিতে মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিল। জনমানসে যুক্তি(বাদের কোন স্থান ছিল না। ব্রিটিশ শোষণ, অজ্ঞতা প্রভৃতির কারণে মানুষ এক হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল। এই সময়ে পাশ্চাত্য শি(ার সংস্পর্শে ভারতবাসীর মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয়দের এই সময়ে জীবনের প্রতিটি পদ(েপে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিল। অন্যদিকে তারা এক প্রগতিমূলক সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমী শি(ায় শি(ত মানুষের মধ্যে আসে যুক্তি(বাদী চেতনা, অনসন্ধিৎসার মনোভাব। তাঁরা যুক্তি(র আলোয় যাবতীয় রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের বিচার করতে সচেষ্ট হন। ফলে সমাজের সর্ব(ত্রে যেমন ধর্ম, শি(া, সমাজ প্রভৃতি (ত্রে নবমূল্যায়ন ঘটে। নবমূল্যায়নের এই প্রবণতাই 'নবজাগরণ' নামে পরিচিত।

নবজাগরণ প্রকাশিত করতে থাকে সমাজ-সংস্কৃতির অব(য়ের দিকগুলি। চিন্তাশীল মনীষীরা এই অব(য়ের চিত্রকে গভীরভাবে পর্যবে(ণ করে তা দূর করতে প্রয়াসী হন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করে। সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম আন্দোলনের ফলে সমাজ থেকে সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়, কুসংস্কারমুক্ত(এক নতুন ভারতের উন্মেষ হয়।

৩.২ নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নবজাগরণের সূচনা হল তার দুটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, ভারতের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অব(য় স্থবিরতার সঙ্গে নব প্রগতিমূলক সংস্কৃতির সংঘাত এবং দ্বিতীয়ত, পশ্চিমী যুক্তি(বাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে চিরাচরিত ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। নবজাগরণের এই সমন্বয় ও সংঘাতের যুগ্ম প্রতিত্রি(য়া ভারতে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বস্তুতপ(নবজাগরণের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। নবজাগরণ শুধু ধর্ম, সংস্কৃতি (ে ত্রে নয় রাজনীতি, সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতি (ে ত্রে প্রগতিমূলক পরিমণ্ডলের সূচনা করে। বাঙলাদেশেই প্রথমে নবজাগরণ উন্মেষ হয় ত্র(মে তা ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়।

৩.২.১ নবজাগরণের গতিধারা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা ছিল নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। মননজগতে আলোড়ন হল নবজাগরণ যার প্রকৃতি হল আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা। জড় নিশ্চল সমাজব্যবস্থায় গতির সঞ্চার করেছিল নবজাগরণ। আধুনিকীকরণের এই গতি দুটি ধারায় সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রথমত, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমাজে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা শু(হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানুষের যুক্তি(বাদী মন ঔপনিবেশিক শাসনের বি(দ্ধে ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় ও সম্মান র(ার্থে প্রয়াসী হল।

উপরিউক্ত(দুটি গতিধারায় কার্যকলাপকে বাস্তবায়িত করতে সৃষ্টি হল সংস্কারবাদী দল ও রাজনৈতিক দলের।

৩.২.২ ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলি প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ(মিশন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। এইসব আন্দোলনের প্রবক্ত(া যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে ল(্য করেছিলেন বহু অভিনব বৈশিষ্ট্য যা পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পুরোধায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি(বাদ ও দর্শনের আলোকে হয়ে উঠেছিলেন মুক্ত(মনের অধিকারী। উদার মন নিয়ে তাঁরা সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। বাস্তবিকপ(পাশ্চাত্য শি(া ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ধর্মীয় ও ব্যক্তি(জীবনের উপর প্রভাব ফেলেছিল।

৩.২.৩ বাঙ্গলায় শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস

১৮১৩ সালের সনদ আইনে নির্ধারিত হয়েছিল যে ভারতীয়দের শি(ার জন্য বছরে একল(টাকা ব্যয় করা হবে অথচ ১৮২৩ সাল পর্যন্ত এই মঞ্জুরীকৃত অর্থ শি(াখাতে ব্যয় করার কোন চেষ্টা পরিলি(ত হয়নি। ইতিমধ্যে বাঙ্গালীরাই ব্যক্তি(গতভাবে সর্বপ্রথম ইংরেজি শি(ায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এ(ে ত্রে তাঁরা খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক মানবতাবাদী ও সংস্কারকদের সহায়তা লাভ করেছিলেন। বস্তুতপ(, ১৮৩৫ সালের পূর্ব

পর্যন্ত ইংরেজি শি(া প্রসারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা শি(া পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। শি(া প্রসারের সরকারি উদ্যোগ অনেক পরে গৃহীত হয়েছিল।

৩.২.৪ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ

পাশ্চাত্য শি(া গ্রহণ করার মূলে দুটি কারণ দেখা যায়। বাঙ্গলায় ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এখানে সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই মধ্যবিত্ত সমাজে হিন্দুরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা পাশ্চাত্যের জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভাষা শি(ায় আগ্রহী হয়েছিলেন। কারণ তাঁদের মধ্যে ছিল পশ্চিমের রাজনৈতিক, ঐতিহ্য, চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার এক তীব্র আকাঙ্খা।

দ্বিতীয়ত, ১৭৭৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচার, আইন সম্পর্কিত কাজের জন্য বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি ভাষা শি(ার প্রচলন শু(হয়। প্রকৃতপ((জি-রোজগারের তাগিদ সাধারণ মানুষকে ইংরেজি শি(ায় আগ্রহী করে তুলেছিল।

৩.২.৫ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য বিস্তার ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে ইংরেজি ভাষা জানা কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। যদিও এই সময় উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ হত না কিন্তু নীচু পদে অর্থাৎ দো-ভাষী, করণিক, নকলনবীশ পদের জন্য ভারতীয়দের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। তবে ব্রিটিশ কোম্পানির প(থেকে পাশ্চাত্য শি(ার জন্য উদ্যোগ গৃহীত হবার আগেই বেসরকারি প(থেকে ইংরেজি শি(া প্রসারের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। কিছু ইউরোপীয়ান, ইউরেশিয়ানরা এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শেরবোর্ণ নামে এক ইউরেশিয়ান জোড়াসাঁকোয় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়েই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ইংরেজি শি(ায় শি(িত হয়েছিলেন। আমড়াতলায় মার্কিন বোল্‌স (Bowles) -এর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন মতিলাল শীল। হেনরী ড্রামন্ড ধর্মতলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও।

৩.২.৬ মিশনারীদের অবদান

ইংরেজি শি(া বিস্তারে মিশনারীদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এইসব মিশনারীরা ধর্মপ্রচার করার জন্য ব্যক্তি(গতভাবে বাঙ্গলা ভাষা শিখেছিলেন এবং বাঙ্গালীদের ইংরেজি ভাষা শেখাবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। যেসব খ্রিস্টান মিশনারী বাঙ্গলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শি(ার প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। ১৭৯৩ সালে তিনি বাঙ্গলায় এসেছিলেন এবং শ্রীরামপুরে ধর্মপ্রচারের কাজ শু(করেন। তিনি মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সহযোগিতায় শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিদ্যালয়ও একটি ছাপাখানা। এখান থেকে বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান বিষয়ে শি(াদান করা হতে থাকে, কেরী সাহেব নিজে বাইবেলের বাঙ্গলা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর ছাপাখানায় 'সমাচার দর্পণ' নামে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলায় ইংরেজি শি(া প্রসারে ডেভিড

হেয়ারের নাম উল্লেখনীয়। তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় যা হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত ছিল এবং স্থাপন করেছিলেন স্কুল বুক সোসাইটি।

চুঁচুড়ায় রবার্ট মে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি আরো ৩৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া রেভারেন্ড ডাফ নামে একজন স্কটিশ মিশনারী কলকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত। রেভারেন্ড ডাফ ও রাজা রামমোহন রায় উভয়ে পাশ্চাত্য শি(া প্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হলে ইংরাজী শি(ার প্রসার দ্রুতগতি লাভ করে। এই কলেজটির উদ্দেশ্য ছিল শি(ার্থীদের ইংরেজি, বাঙ্গলা ভাষা, ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য বিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা। এই কলেজের ছাত্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ন বসু, ভুদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। হিন্দু কলেজের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে কলকাতার বহু উচ্চ ইংরেজি কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই কলেজ পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিত হয়েছিল।

৩.২.৭ মিশনারীদের উদ্দেশ্য

মিশনারীদের উদ্দেশ্য ছিল এইসব শি(ায়তনের মধ্যে দিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম ও সংস্কৃতিকে শক্তি(শালী করে তোলা। তাঁরা আশা করেছিলেন ইংরেজি ভাষা শি(ার মধ্যে দিয়ে ভারতবাসী পশ্চিমের প্রগতিমূলক আধুনিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হবে। বস্তুতপ(মিশনারীদের কর্মপ্রয়াস ভারতে পশ্চিমী ভাবধারা ও আদর্শের সূত্রপাত করেছিল। হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতা, সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা করতেন মিশনারীরা। তাঁদের সমালোচনা শি(ত বাঙ্গালীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে উনবিংশ শতকে নানাবিধ প্রগতিমূলক সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল।

৩.২.৮ মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভারতে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার হতে থাকে। ১৭৮০ সালে অগাস্টস হিকি (Hicky) সর্বপ্রথম 'বেঙ্গল গেজেট' নামে ইংরেজি সংবাদ সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ১৭৮০ সাল থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে কলকাতায় ছয়টি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়(তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা, ইন্ডিয়া গেজেট প্রভৃতি। প্রতিটি পত্রিকায় ইংরেজিতে ইংরেজদের জন্য লিখিত হত। বেঙ্গল হরকরা পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ সালে। এই পত্রিকার সম্পাদক চার্লস মাকলিন ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি সূচক লেখনীর জন্য নির্বাসিত হন। মাদ্রাজেও প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ কুরিয়ার (১৭৮৫), এছাড়া ইন্ডিয়া হেরাল্ড (১৭৯৫) প্রভৃতি পত্রিকা। এইসব পত্রিকা সরকারের সমালোচনা প্রকাশিত করলেও কোন রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করত না।

১৮১৮ সালের আগে বাঙ্গলা ভাষায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। শ্রীরামপুরের মিশনারী মার্শম্যান সম্পাদিত 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮২১ সালে রাজা

রামমোহন রায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ-কৌমুদী' নামে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক ঈ(্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব পত্রিকাগুলিতে স্বদেশচিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। প্রাচীনপন্থীদের মুখপাত্র রূপে সমাচার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদিত ইন্ডিয়ান রিফরমার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে। এটি ছিল প্রগতিপন্থীদের মুখপাত্র রূপে সমাচার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদিত ইন্ডিয়ান রিফরমার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে। এটি ছিল প্রগতিপন্থীদের মুখপাত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' 'হিন্দু পাইওনীয়ার' ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও সামাজিক বিষয়ে প্রগতিমূলক মতামত প্রচার করতেন। ১৮৫৭ সালের পর প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি সরকারি শোষণ, বৈষম্য, জনগণের দুঃখ তুলে ধরেছিল। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা জনমানসের রাজনৈতিক চেতনার প্রসারে বহুল পরিমাণ সহায়তা করেছিল। ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইন্ডিয়ার মিরর, গিরীশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় বেঙ্গলী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ১৮৬৮ সালে শিশির কুমার ঘোষ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' নামে বাঙ্গলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সরকারি সমালোচনা খুব তীব্রভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর ব্রতই ছিল এই পত্রিকাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক ও বাহকে পরিণত করা। এছাড়া ছিল সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, সুলভ সমাচার, সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকা। বাংলার এইসব সমাচার পত্র ও সামরিক পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় ও সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি নির্দেশ করেছিল।

৩.৩ ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত। তিনি ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলে অভিহিত হয়েছেন। পশ্চিমী ভাবধারায় প্রভাবিত রামমোহন রায় ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মপ্রয়াস বা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং ভারতবাসীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুন(জ্জীবনের জন্য আজীবন অক্লান্ত সাধনা করেছিলেন। সামাজিক জড়ত্ব, ধর্মীয় দুর্নীতি, অশি(া, কুসংস্কার তাঁকে ব্যাথিত করেছিল।

৩.৩.১ রামমোহনের প্রথম জীবন ও শিক্ষা এবং আদর্শ

১৭৭৪ সালে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তার পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার। তিনি বাল্যকালে ফার্সী ও আরবী শি(া করেন। সুফীবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা করেন, তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। বারাণসীতে সংস্কৃত ভাষা পাঠ এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বি(-ষণমূলক অধ্যয়ন করেন, পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষা, পাশ্চাত্য দশন, সাহিত্য, ইতিহাস অধ্যয়ন করেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শি(া, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ফলে তাঁর চরিত্রে বহুত্বের সমন্বয় ঘটেছিল। স্বদেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর। প্রাচ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি

ভারতের সামাজিক জড়তা কাটাতে পাশ্চাত্যের আধুনিক সংস্কৃতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জড়তা, সংস্কার কাটিয়ে ভারতবাসী যুক্তি(বাদী মনোভাব গ্রহণ ক(ক মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা ক(ক। তিনি ছিলেন এক মানবতাবাদী সমাজ-সংস্কারক।

৩.৩.২ রামমোহনের ধর্মচিন্তা

রামমোহন রায় পাঠ করেছিলেন ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ, 'জৈন কাব্যসূত্র' এছাড়া ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বেদান্ত উপনিষদ। এইসব ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও তুলনামূলক বি(-ষণ করে তিনি তাঁর মনে এই ধারণা হয় যে ঈ(র এক ও অদ্বিতীয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থে তাঁর ভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে বলেই ধর্ম ও ঈ(রের রূপ নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই একে(রবাদকে তিনি সারাজীবন সারসত্যরূপে পালন করেছিলেন। ১৮০৩ সালে তিনি 'তুহফাতুল-ময়াহিদিন' নামে ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে একে(রবাদের আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থগুলিতে ধর্মীয় কুসংস্কার, দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি(, অলৌকিকত্ব প্রভৃতির সমালোচনার সঙ্গে অন্ধবি(াসের বি(দ্ধে যুক্তি(বাদের অবতারণা ইত্যাদিও আলোচিত হত।

৩.৩.৩ আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা

১৮১৫ সাল থেকে রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শু(করেন। খুব শীঘ্রই তিনি কিছু সংস্কারমুক্ত(মনস্ক ব্যক্তি(দের নিয়ে 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন। তিনি হিন্দুধর্মের ও সমাজব্যবস্থার অর্থহীন ত্রি(য়াকলাপের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। কুসংস্কারের বি(দ্ধে তাঁর যুক্তি(বাদী আলোচনা তাঁকে যথেষ্ট সামাজিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তিনি প্রচার করেছিলেন ঈ(র নিরাকার এবং নিরাকার ব্রহ্ম একমাত্র সত্য এবং বৈদিক হিন্দু ধর্মে পৌত্তলিকতার কোন স্থান ছিল না তা একে(রবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে ধর্মীয় আচারসর্বস্বতা বর্জন করে মানুষ প্রকৃত ধর্ম পালন ক(ক এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন চিরাচরিত অন্ধবি(াস, কুসংস্কার পৌত্তলিকতার ফলে মানুষের স্বাধীন চিন্তার (মতা লোপ পেয়েছে। ১৮২১-২৩ সালের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন (Brahmanical Magazine) প্রকাশ ভারতবাসীর অজ্ঞতার, দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মিশনারীদের কার্যকলাপকে। মিশনারীদের গোঁড়ামির সমালোচনা করে ছিলেন তবে খ্রিস্টধর্ম বিরোধী তিনি ছিলেন না।

৩.৩.৪ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা

নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে রাজা রামমোহন একে(রবাদে বি(াসী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর একে(রবাদী মত প্রচার করার জন্য ১৮২৮ সালে স্থাপিত হল ব্রাহ্ম সভা। ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠা হল ব্রাহ্মসমাজ ভবন। এই ব্রাহ্ম সমাজ সকল একে(রবাদে বি(াসীদের জন্য উন্মুক্ত(করা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সকলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিতে পারতেন। তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন

সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়। সামাজিক অত্যাচারের শিকার ছিলেন নারীসমাজ। রাজা রামমোহন নারী-সমাজের মুক্তি(র জন্য, স্ত্রীশি(া বিস্তারের জন্য প্রয়াসী হন। এছাড়া জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, বর্ণভেদ প্রভৃতির বি(দ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সতীদাহের বি(দ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক ও দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁক সহযোগিতা করেছিলেন। আবার একথা অনস্বীকার্য যে রামমোহনের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণেই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সামাজিক সংস্কারগুলি প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন।

৩.৩.৫ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ধর্মসংস্কার নয়, এর কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হল সামাজিক সংস্কার। সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কুশি(া দূরীভূত করার জন্য সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতির বি(দ্ধে নিজস্ব মতপ্রকাশ করেছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁর সংস্কার আন্দোলনের স্বপ(ে জনমত সংগঠনের জন্য বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করে তাঁর নিজস্ব ভাবধারা জনসম(ে তুলে ধরেছিলেন, তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন।

৩.৩.৬ বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ নিবারণ

তাঁর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বিচার্য ছিল নারী সমাজের মুক্তি(ও কল্যাণসাধন। তাই তাঁর সর্বাপে(া উল্লেখ্য দুটি সামাজিক সংস্কার হল বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও সতীদাহ প্রথার নিবারণ। তাঁর নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথার বি(দ্ধে শক্তি(শালী জনমত ও আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইনের সাহায্যে এই অমানুষিক প্রথার অবসান ঘটান। তবে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে এই প্রথার বি(দ্ধে যে শক্তি(শালী প্রগতিশীল এক জনমত গড়ে উঠেছিল তার ফলেই বেন্টিঙ্ক এই প্রথা রদ করতে পেরেছিলেন। তাই এই প্রথা রহিত করার পশ্চাতে প্রগতিশীল জনমতের ব্যাপক সমর্থন না থাকলে এই নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথাটি সহজে রদ হতে পারত না।

৩.৩.৭ প্রথম আধুনিক মানুষ ঃ রামমোহন

তাই একথা অনস্বীকার্য যে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কার প্রয়াস জনমানসকে প্রভাবিত করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সমন্বয়ে আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনের পথ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ কোন বিকল্প হিন্দুবিরোধী ধর্ম ছিল না, তা ছিল উপনিষদের একে(্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রাজা রামমোহনের ছিল এক গভীর হিতবাদী চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আশ্চর্য সম্মেলন ঘটেছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ছিল সম্যক জ্ঞান। শুধু ভারতবর্ষ নয় ফ্রান্স, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে তিনি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু ভারতীয় নয় বি(্বের প্রতিটি অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি(কামনা করতেন। এ ছিল তাঁর আধুনিক মনস্কতার চরম নিদর্শন।

৩.৩.৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্ম সমাজ

১৮৩৩ সালে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে কমে যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে নবপ্রাণের সঞ্চার করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে ব্রাহ্মধর্মে রূপান্তরিত করেন। ১৮৩৮ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দী(িত হন ও ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন তত্ববোধিনী সভা। এই সভায় সংস্কারমুক্ত(ধর্ম আলোচনা হত। রাজা রামমোহনের ভাবধারা ও আদর্শকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কার ও বিবিধ একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে মতামত প্রচার করত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। তিনি ব্রাহ্মধর্মের 'অনুষ্ঠান পদ্ধতি' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে ব্রহ্ম উপাসনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৩.৩.৯ কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ

১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ১৮৬২ সালে। তাঁর ভক্তি(পূর্ণ প্রার্থনা, আবেগের ফলে যুক্তি(বাদী ব্রাহ্মধর্ম ত্র(মে ভক্তি(বাদী ভাববাদী প্রকৃতি গ্রহণ করেছিল। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা বাল্য বিবাহ জাতিভেদ প্রথার বি(দ্ধে এবং বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির স্বপ(আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সংস্কার আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ সালে ভারতে সরকারি তিন আইন (Act III, 1872) দ্বারা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ স্বীকৃত হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্মে বৈষ(ব সংকীর্তন রীতিটি নিয়ে আসেন এবং যীশু ও চৈতন্যদেবের ভক্তি(ভাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপকতা প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন সমাজ সংস্কারের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করেছিল। ১৮৮০ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী নববিধান বলে ঘোষণা করেন যার আদর্শ হবে সাম্প্রদায়িকতাকে পাপ রূপে বর্জন করা(সকল ধর্ম, সম্প্রদায় ও শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যকে সম্মান প্রদর্শন করা ও সেই সত্যকে গ্রহণ করা(ভগবৎ প্রেম(ঈ(েরে বি(াস রাখা। প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনের কর্মসূচীর সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁক ব্রহ্মানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। খুব শীঘ্রই তাঁর ব্যাপক সংস্কার প্রচেষ্টার কিছু কিছু বিষয় (উপবীত বর্জন, অসবর্ণ বিবাহ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রাচীনপন্থীদের মনে বি(দ্ধ প্রতিত্রি(য়া সৃষ্টি এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর ব্রাহ্ম সমাজ দুটি পৃথক সংস্থায় বিভক্ত(হয়ে যায়। ত(ণ ব্রাহ্মবাদীরা কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ''ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ'' প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে প্রাচীনপন্থীরা ''আদি ব্রাহ্মসমাজ'' নামে কর্মপ্রয়াস পরিচালনা করতে থাকে।

৩.৩.১০ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার

কেশবচন্দ্র সেন সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক নানা সংস্কারকার্যে প্রয়াসী হলেন। দ(িণ ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করেন ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রচার করেন। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে ধর্মসমাজ গঠিত হতে থাকে সর্বসমেত

৫৪টি ব্রাহ্ম সমাজের শাখা স্থাপিত হয়। বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হয় ‘প্রার্থনা সমাজ’। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণের মাধ্যমে ঐক্য সাধনের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন তা সত্যিই সেই যুগে ছিল অভিনব দৃষ্টান্ত।

৩.৩.১১ ব্রাহ্ম সমাজের ভাঙ্গন

খুব শীঘ্র সভ্যগণ ভক্তি(বাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন এবং কেশবচন্দ্র সেন তাঁদের কাছে অবতারে পরিণত হন তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার রীতিও প্রচলিত হয়। এই অবতারবাদের বি(দ্ধে ত(ণ ব্রাহ্মবাদীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ত(ণ সদস্যদের প্রগতিমূলক দাবী যেমন স্ত্রী শি(া, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি কেশবচন্দ্র সেনের মনঃপুত ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ সালে তাঁর চতুর্দশবর্ষীরা কন্যার বিবাহ কোচবিহারের রাজপরিবারে হলে তিনি ‘ব্রাহ্ম সমাজে’ বিধি লঙ্ঘন করেচেন এই বিষয়টি কেন্দ্র করে ‘ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ’ থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রগতিবাদীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও ‘‘সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ’’ নামে নতুন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিত হয়। সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজ এইভাবে তিনটি পৃথক দলে বিভক্ত(হয়ে যায়—আদি ব্রাহ্ম সমাজ, নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।

৩.৩.১২ ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের অবদান

ভারতের সামাজিক জীবনে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের অবদান খুবই গু(ত্বপূর্ণ। ভারতের জড় নিশ্চল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় এক মারাত্মক আঘাত হেনেছিল ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন। সংস্কারকদের যুক্তি(বাদী প্রচার ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তি(দের মধ্যে ধর্মের আচার-সর্বস্বতা ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে চেতনার সৃষ্টি করে এবং তাঁরা ধর্ম ও সমাজের আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করেন। ফলে কুপ্রথা ও কুসংস্কাগুলি ধীরে ধীরে সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থা থেকে নিশ্চিহ(হতে থাকে। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের নেতৃবর্গ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন অর্থাৎ উভয়ের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির মধ্যে সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা তাঁরা করেছিলেন পরবর্তীকালে তা আরো প্রসারিত হয়। সংস্কারের এই প্রয়াস সর্বভারতীয় (ে ত্রে ব্যাপ্ত হয়ে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ব্যক্তি(-স্বাধীনতার জাগরণ ঘটে মানুষের মধ্যে, পরাধীন ভারতবর্ষের আত্মবি(াস বৃদ্ধিতে কেশবচন্দ্র সেনের সর্বভারতীয় ভ্রমণ ও প্রচার যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল এবং ভারতীয় জনগণ এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের উত্থান হয়। এই জাতীয়তাবাদ প্রথম প্রকাশ লাভ করেছিল সমাজ ও ধর্ম আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, পরে তা রাজনৈতিক প্রকৃতি গ্রহণ করেছিল। ফরাসি ও (শ বিপ-বের প্রাক্কালে যেমন দার্শনিক লেখক ও চিন্তাবিদরা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তেমনই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারকগণ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, বৃদ্ধি ও প্রসারে যথেষ্ট গু(ত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

৩.৪ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাজা রামমোহনের পর বাঙলার নবজাগরণের অন্যতম সংস্কারক ছিলেন পণ্ডিত ঈ(েরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত হলেও পাশ্চাত্যের উন্নয়নমূলক চিন্তাধারা আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। রাজা রামমোহনের মতো তিনিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর মধ্যে আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলিত মানুষের উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

৩.৪.১ প্রথম জীবন

তাঁর জন্ম হয় ১৮২০ সালের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও মাত ভগবতী দেবী। তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন ১৮২৯ সালে এবং ১৮৪১ সালে এই কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি নিয়ে পাশ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কাব্য, অলংকার, বেদান্ত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙলার হেড পণ্ডিত ও পরে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত(হন। এই সময়ে তিনি ইংরেজি ভাষা শি(া করেছিলেন। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্য(ের পদ গ্রহণ করেন।

৩.৪.২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কার্যাবলী

সংস্কৃত কলেজে সমাজের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শি(ার অধিকার ছিল। তিনি অত্যন্ত মুক্ত(ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়ে যে কোন ছাত্রের জন্য এই কলেজের দ্বার উন্মুক্ত(করেন, এছাড়া এই কলেজে ইংরেজি শি(ার প্রচলন করেন ও ইংরেজি অবশ্য পাঠ্য করা হয়। একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে ছাত্ররা প্রভাবিত হয়। জনশি(া বিস্তারে তিনি প্রয়াসী হন। বর্ণমালা, কথামালা, বোধোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কারণ তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শি(া ও মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্ত্রীশি(ায় দৃঢ় বি(াসী ছিলেন। সমাজের প্রকৃত প্রগতির জন্য স্ত্রীশি(ার অপরিহার্যতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্ত্রীশি(ায় দৃঢ় বি(াসী ছিলেন। সমজের প্রকৃত প্রগতির জন্য স্ত্রীশি(ার অপরিহার্যতা তিনি উপলব্ধি করেন। তাঁর উৎসাহে বাঙলার গ্রামাঞ্চলে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি জানতেন গ্রামেই কুসংস্কারের শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত তাই গ্রামকেই তাঁর কাজের প্রধান (েত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বেথুন সাহেবের সঙ্গে স্ত্রীশি(া প্রসারে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত(হন। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। ঈ(েরচন্দ্র শি(াবিভাগের সরকারি পরিদর্শকের পদ লাভ করেছিলেন এবং এরপর জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশি(ার সুফলের কথাও প্রচার করেছিলেন।

৩.৪.৩ বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কার

শি(া প্রসারে তাঁর স্বাধীন কর্মকাণ্ড সরকারি প(ে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তিনি সরকারি পদ পরিত্যাগ করে আরো প্রসারিত (েত্রে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হলেন। তাঁর জীবনে সর্বাপে(া কৃতিত্বপূর্ণ সংস্কার হল বিধবাবিবাহের আইনসংগত স্বীকৃতি প্রদান করা। সমাজসংস্কারকগণ সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তির মধ্যে দিয়ে যে

প্রগতিশীলতার সূচনা করেছিলেন তা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল বিধবাবিবাহের আইনগত স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে। তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ, পত্রিকায় এই ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করেছিলেন। প্রবল বাধা, প্রতিবাদ ও সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে ১৮৫৫ সালে এক হাজার স্বা(রসহ একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করেন। তাঁর একান্ত চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৮৫৬ সালে প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রথম বিধবা বিবাহ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ১৮৭০ সালে ঈ(্বরচন্দ্রের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন এক বাল্য বিধবাকে। এই বিবাহ উপল(ে একটি পত্রে লিখেছিলেন তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম সৎকার্য হল বিধবাবিবাহ প্রবর্তন। তিনি মনে করতেন এই কাজের চেয়ে সৎকর্ম তিনি এই জন্মে করতে পারবেন না।

ঈ(্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র বিধবা বিবাহ নয় বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের বি(দ্ধেও আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় বহু বিবাহের সমালোচনা করা হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকে বহুবিবাহের কুফল উদঘাটন করেছিলেন। ঈ(্বরচন্দ্র বর্ধমানের মহারাজার সহায়তায় ৫০ হাজার স্বা(র সহ বহু বিবাহের বিপ(আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিলেন ১৮৫৮ সালে। কিন্তু এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার হিন্দুদের সামাজিক প্রথায় হস্ত(েপ করা বন্ধ করে দেন। এসত্ত্বেও বলা বিদ্যাসাগরের মতো এত প্রসারিত ও গভীরভাবে নারী শি(া ও সমাজসংস্কারের চেষ্টা কেউ করেননি। তাঁর প্রচেষ্টা জনগণের মধ্যে সুচেতনা নিয়ে আসে এবং সামাজিক কুপ্রথাগুলি ধীরে ধীরে লোপ পায়।

৩.৪.৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান

শি(াবিস্তার, স্ত্রীশি(া, নারী মুক্তি(প্রভৃতি কারণে ঈ(্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয় এক ব্যক্তি(ত্ব। প্রাচীন ভারতের সুমহান ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা একই সঙ্গে তিনি পশ্চিমের যুক্তি(বাদী মানসিকতাকে অস্বীকার করেননি তাঁর মধ্যে উভয়ের সমন্বয় দেখা গিয়েছিল। সংস্কৃতে পন্ডিত হলেও আধুনিক শি(ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন আর এটাও বুঝেছিলেন ইংরেজি ভাষা জনশি(ার মাধ্যম হতে পারে না। এজন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের উপর জোর দেন। সংস্কৃত ভাষা শি(া না করতে মাতৃভাষা বাংলা ম্রিয়মান হতশ্রী হয়ে পড়বে। তাই যাতে সহজে সংস্কৃত শি(া করা যায় এজন্য 'উপত্র(মণিকা' ব্যাকরণ কৌমুদী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সীতার বনবাস, শকুন্তলা ছিল তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক কর্ম। এছাড়া তাঁর প্রাথমিক বাঙ্গলা পুস্তক বর্ণপরিচয় দ্বারা বাঙালী শিশুমাত্রেই অ(র জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়। ঈ(্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তার সংস্কার প্রয়াস বাঙ্গলার ইতিহাসে এক গু(ত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এই সংস্কারের কর্মসূচী ভারতের সমাজব্যবস্থার মৌলিক ও কাঠামোগত কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিমণ্ডলে এই সংস্কার অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে সমাজের সাধারণ মানুষ নিস্পৃহ ছিল তাই তাঁর আন্দোলন এক প্রবল ঢেউ তুলে বিলীন হয়ে যায়।

৩.৫ নব্যবঙ্গ আন্দোলন ও ডিরোজিও

পাশ্চাত্য শি(া ও মিশনারীদের কার্যকলাপে ভারতীয় সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবাঞ্চিত কুসংস্কার, অযৌক্তি(ক ধর্ম আচরণের বি(দ্ধে যে সংস্কারপন্থীরা পাশ্চাত্য শি(ার প্রভাবে আমূল সামাজিক পরিবর্তনে প্রয়াসী হন সেই শি(ত যুবকগোষ্ঠী ইয়ং বেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের দুই দশক (বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক) পর্যন্ত নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন চলেছিল। এই আন্দোলনের প্রাণপু(ষ ছিলেন হেনরী লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি ছিলেন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কবি, অধ্যাপক ও প্রখর যুক্তি(বাদী। ‘ধর্মতলা একাডেমী’তে হেনরী ড্রামন্ডের ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও। ড্রামন্ডের প্রভাবে ডিরোজিও যুক্তি(বাদ, মানবিকতাবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত(হন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল। ছাত্রেরা তাঁর পান্ডিত্য, যুক্তি(বাদে মুগ্ধ ছিলেন তাই নয় ডিরোজিওর উদারবাদ, স্বদেশপ্রেম তাদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ডিরোজিও রচিত Fakir of Jhungeera (ফকির অফ জাঙিঘরা) নামে কাব্যখানি খুব প্রশংসা লাভ করেছিল। এই কাব্য ভারতের প্রথম দেশাত্মবোধক কাব্য বলে অভিহিত হয়েছিল। এই কাব্যে তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশরূপে বন্দনা করেছেন এবং একই সঙ্গে তদানীন্তন সামাজিক হীন দরিদ্র অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

৩.৫.১ ডিরোজিও ও তাঁর আদর্শ

১৮২৮ সালে তিনি কলেজের ছাত্রদের নিয়ে একাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। এই সমিতিতে সমাজের নানাবিধ কুপ্রথা, কুসংস্কার, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, পৌত্তলিকতা বিষয়ে আলোচনা করতেন ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা। তাঁদের আচরণে র(ণশীল হিন্দুসমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ডিরোজিও’র দার্শনিক প্রেরণার উৎস ছিল টমাস পেইন (Thomas Paine)-এর Age of Reason তিনি তাঁর ছাত্রদের যুক্তি(দ্বারা সব বিষয়কে বি(-ষণ করতে শিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ সবকিছুকে প্রথা বলে মেনে না নিয়ে যুক্তি(র আলোয় তা পরী(া করার কথা বলেছিলেন। তাঁর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনচিন্তা, অনুসন্ধিৎসা প্রখর হয়ে ওঠে। তাঁরা কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন, মূর্তিপূজা বর্ণভেদের সমালোচনা করতে থাকেন। ফলে র(ণশীল সমাজের মধ্যে ভীষণ বিরূপ প্রতিতি্র(য়া দেয়। কলেজের শি(ক ডিরোজিওকে সব বিপত্তির মূল কারণ বলে অভিযুক্ত(করা হয় এবং র(ণশীল সমাজের চাপে কলেজ থেকে তিনি পদচ্যুত হন। ১৯৩১ সালে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

৩.৫.২ ডিরোজিওর পরবর্তীকালে নব্যবঙ্গ আন্দোলন

তাঁর অকালমৃত্যুর পরও নব্যবঙ্গ চলতে থাকে তাঁর ছাত্রদের দ্বারা। তাঁর প্রিয় ছাত্র যেমন কৃষ(মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ(িণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ(মল্লিক, রাতনু লাহিড়ী প্রমুখ সমাজ, সংস্কৃতি, শি(া বিষয়ে

উন্নয়নমূলক আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। পশ্চিমী চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটান। 'পার্থেনন' ও বেঙ্গল স্পেকটটর' নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যাতে ডিরোজিও শিষ্যরা ইরেজ সরকারের দুর্নীতি, কুশাসন, ধর্ম ও সমাজের পচনশীল দিকগুলি তুলে ধরতে থাকেন। জনগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'সাধারণ জ্ঞান অর্জন সমিতি (১৮৩৯)'। কৃষ(মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এনকুয়েরার (The Enquerer), পার্সিকিউটেড (The Persecuted) পত্রিকায় হিন্দুসমাজকে তীব্র ভাষায় আত্র(মণ করেছিলেন। তাঁরা দাসপ্রথা, নারী নির্যাতন, সামাজিক উৎপীড়ন প্রভৃতির বি(দ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সমাজের সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির বি(দ্ধে এবং গণতান্ত্রিকতার স্বপ(মত প্রকাশ করেছিলেন।

৩.৫.৩ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের অবদান

নব্যবঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা ১৮৪০এর দশকে ধীরে ধীরে স্তীমিত হয়ে পড়ে। তাঁরা ব্যক্তি(স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকতার সমর্থক ছিলেন। ভারতবাসীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং জনগণ ত্র(মশ স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। তাঁরা হিন্দুধর্মকে যুক্তি(র আলোকে বিচার করেছিলেন।

৩.৫.৪ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

ডিরোজিও পরিচালিত আন্দোলন বস্তুতপ(প্রগতিশীল চরিত্রের হলেও তা প্রকৃতপ(প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন গড়ে তোলেননি। তাঁদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনার ও আদর্শবাদের অভাব ছিল না ঠিকই কিন্তু তাঁরা আবেগ আর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি। তাঁদের চিন্তা-ভাবনার উগ্রতা, জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষদের থেকে পৃথক করে তুলেছিল। তাঁরা হিন্দুধর্মের মূলনীতিগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ না করে ধর্মের সমালোচনা করতেন। ধর্মের নামে যে কুসংস্কার ও অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল তা সত্যিই নিন্দনীয় হলেও মূল হিন্দুধর্ম নিন্দনীয় ছিল না, অথচ ধর্মের মূল মর্ম সম্পর্কে ধারণা না থাকার ফলে তাঁরা প্রচার করতে থাকেন হিন্দুধর্মের সবকিছুই খারাপ, মন্দ। অন্যদিকে তাঁরা খ্রিস্টধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তারা হিন্দুসমাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তার সংস্কারে প্রয়াসী হননি(সমাজকে তাঁরা ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিলেন তাই জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সমাজের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি কিভাবে সমাজে আর্থিক দুর্দশার প্রভাব ফেলছে তার সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে তাঁরা আচ্ছন্ন ছিলেন অথচ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গঠনমূলক দিকটিকে ভারতীয় সমাজসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত(করতে পারেননি।

তবুও বলা যায় ভারতের (য়িষু(সমাজব্যবস্থার ত্রুটিগুলির তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ভারতে প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রসারে তাঁরা ছিলেন অগ্রদূত এবং ভারতে নবজাগরণের উন্মেষে তাঁরা সহায়তা করেছিলেন।

৩.৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ(পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনার মধ্যে দিয়ে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়বাদী রূপটি পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ এবং পশ্চিমের আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে অভিনব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সবধর্ম সমন্বয়ের

আদর্শ, ধর্মের বিরোধ, সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছিল। সাধারণ মানুষ তাঁর বাণী ''যত মত তত পথ'' দ্বারা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের যুক্তি(বাদী মতবাদ, মিশনারীদের হিন্দুধর্ম-সমাজের আলোচনা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ(তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সাধারণের বোধগম্য ধর্মীয় ব্যাখ্যা মানুষকে মানবতা, সহিষু(তার মন্ত্রে দী(িত করেছিলেন।

৩.৬.১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মত

তিনি কোন প্রচলিত শি(ালাভ করেননি। রানী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত দ(িণে(রের কালীবাড়িতে পূজারীরূপে নিযুক্ত(হবার পর তার মধ্যে ঐ(রিকভাবের বিকাশ দেখা যায়, যদিও বাল্যকাল থেকে এই দিব্যভাব প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নানা মতে সাধনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যত এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন ঈ(রের এক ও অভিন্ন(বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাঁকে ভিন্ন নামে প্রার্থনা করে(একটি ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মধ্যে কোন বিভেদ বা সংঘাত নেই। তাঁর এই সমন্বয়ের বাণী তিনি শাস্ত্রের উদাহরণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বেদান্তের জটিল তত্ত্বকে এত সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিলেন যাতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি(রা আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাঁর বেদান্তের মানবিক ব্যাখ্যা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। রামকৃষ(দেব বৈরাগ্যলাভের কথা, মানবসেবার আদর্শের কথা বলেছিলেন। তাঁর ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ (য়িষু(হিন্দুসমাজে প্রাণ সঞ্চার করে।

৩.৬.২ স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য

শ্রীরামকৃষ(দেবের প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) শ্রীরামকৃষে(র সমন্বয় ও মানবতার বাণীকে সমগ্র ভারতেই নয় বি(ে প্রসারিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিটি ছিল স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ(মিশন। রামকৃষ(মিশন পরিচালিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য, সাংস্কৃতি আদর্শের উপর নির্ভরশীল এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ঘটানো(বাহ্যিক আড়ম্বর নয় আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মানুষের প্রতি সহানুভূতির এবং আধ্যাত্মিকতার উপর জোর দেওয়া।

৩.৬.৩ বিবেকানন্দ ও ধর্ম সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গু(দেব রামকৃষে(র সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী বি(ে প্রচার করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য বাগ্মিতা, ব্যক্তি(ত্ব তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির মহানতা তিনি ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মের (ে ত্রে সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করতে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মানবসেবা ছিল তাঁর কাছে পরমধর্ম। দরিদ্র, আর্ত পীড়িত মানুষের জন্য সেবার মন্ত্রে তিনি মানবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আর্ত মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে ঈ(রের কাছে পৌঁছানো যায় এবং ধর্ম পালন করা যায় এই ছিল তাঁর মত।

৩.৬.৪ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা

তাঁর অন্যতম অবদান হল ১৮৬৩ সালে শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে বিশ্বের দরবারে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔদার্য প্রচার করা। তাঁর এই কার্যকলাপ সমগ্র ভারতবাসীর মনে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঞ্চার করে, বৃদ্ধি পায় ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ও সম্মান। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে তিনি আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রদান করেন। বিবেকানন্দের কর্মপ্রয়াসে সমন্বিত হয়েছিল স্বদেশপ্রেম, মানবতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ। শিকাগো ধর্মসভায় তিনি বেদান্তের বি(-ষণ ও হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃ(তা করেন। হিন্দুধর্ম মত ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর বক্তৃ(তা বিদেশী শ্রোতাদের মনে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধা বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এ যাবৎ পশ্চিমের জনগণ ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হেয় জ্ঞান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিন্ন রূপটি উদ্ভাসিত হয় বিদেশীদের কাছে। ভারতবাসীর কাছেও তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির মহানতা উদ্‌ঘাটিত হয় ও তাঁরা নিজ সভ্যতার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন।

ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করার (ে ত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর গু(ত্বপূর্ণ ও মূল্যবান রচনা যেমন প্রাচ্য পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, রাজযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়ে ভারতের অন্তঃস্থলকে আলোড়িত করেন।

৩.৬.৫ রামকৃষ্ণ মিশন ও ধর্মান্দোলন

বিবেকানন্দ সেবাকে পরমধর্মরূপে জ্ঞান করতেন এবং মানবজাতি ছিল তাঁর কাছে সা(াৎ ঈশ্বর। তিনি একাধারে জাতীয়তাবাদী ও অন্যদিকে সমাজবাদী সন্ন্যাসী। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ(মিশন এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অগ্রগতি লাভ করে। শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত না করে বিবেকানন্দ এখান থেকে শি(ার প্রসার, দাতব্য চিকিৎসা, ত্রাণকার্য, শ্রীরামকৃষে(র ভাবধারার প্রসার প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করতে থাকেন। তিনি দরিদ্র দূরীকরণে ও আত্মশক্তি(জাগরণের উপর জোর দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ঠিকই কিন্তু জাতিভেদ প্রথার, কুসংস্কারের ঘোর সমালোচক ছিলেন।

৩.৬.৬ নারী শিক্ষার প্রসার ও নিবেদিতার ভূমিকা

বিবেকানন্দ নারী জাতির শি(ার ও প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর আদর্শ ও কার্যকলাপে প্রভাবিত হয়ে আইরিশ মহিলা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ভারতবর্ষে আসেন ও মানবসেবার মন্ত্রে দী(ত হয়। দী(া গ্রহণ করার পর তিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা হয়ে নারী শি(ার প্রসারের মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।

৩.৬.৭ থিওসফিক্যাল সোসাইটি

হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুন(জ্জীবনের (ে ত্রে থিওসফিক্যাল সোসাইটির অবদান খুব গু(ত্বপূর্ণ। এই সোসাইটি শি(া বিস্তার, ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিল। ১৮৮৫ সালে মাদ্রাজে

আডিয়ার শহরে মাদান ব্লাভটস্কি ও কর্ণেল এইচ. এস. ওলকট এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯ সালে শ্রীমতি এ্যানি বেসান্ত এই সংস্থায় যোগ দিলে সংস্থার নতুন প্রাণ সঞ্চার হয় এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটি শক্তি(শালী ও জনপ্রিয় এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাঁর বি(াস ছিল ভারতবর্ষের পরাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পুন(জ্জীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতের পুন(জ্জবনের বিষয়টি। এই ল(্যকে সামনে রেখে থিওসফিক্যাল সোসাইটি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার প্রবর্তন করে। এই সোসাইটির বহু শাখা ভারতে স্থাপিত হয়। বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় যা পরে বেনারস হিন্দু বি(বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।

৩.৭ পশ্চিমভারতে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন বাঙলায় শু(হয়েছিল সত্য কিন্তু বাঙলাদেশের অনেকে আগে মহারাষ্ট্রে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের একটা প্রয়াস পরিল(িত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে মারাঠী পেশবারা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য অনুসরণ করে সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই সংস্কারকার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাদকদ্রব্য বর্জন, জাতিভেদ না মেনে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা, অন্যায়ভাবে সমাজচ্যুত ব্যক্তি(দের সমাজে স্থান দেওয়া, নারীবিত্র(য় বন্ধ করা। এইসব সৎকার্যে মারাঠী পেশবারা অগ্রণী ছিলেন (Prof. Natarajan : A Century of Social Reform in India, Bombay 1954)।

৩.৭.১ মহারাষ্ট্রে পশ্চিমী শিক্ষার অবদান

পশ্চিম ভারতে বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র ছিল সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। মহারাষ্ট্রে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে এই অঞ্চলের পাশ্চাত্য শি(ার যোগ ছিল। এখানে ইংরেজি শি(ার প্রসারে এম. এস. এলফিনস্টোন খুবই গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উইলিয়াম কেরীর মতো তিনিও পাশ্চাত্য শি(ার প্রসারে স্থানীয় ভাষার গু(ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোম্বাই ম্যাট্রিক এডুকেশন সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করত। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বোম্বাই, থানে, ব্রোচ শহরে বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। ১৮৪০ সালে এই সোসাইটি "Board of Education" নামে পরিচিত হয়। ইতিমধ্যে পুনায় ১৮১১ সালে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় যা পরে Deccan College নামে ভারতীয় বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৩.৭.২ মহারাষ্ট্রে কারিগরী ও নারী শিক্ষার প্রসার

১৮৫৭ সালে বোম্বাই বি(বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রে কারিগরী শি(া ছিল বেশ উন্নত। এলফিনস্টোন কলেজে ১৮৪৪ সালে কারিগরী (engineering) শি(ার প্রবর্তন, ১৮৫৫ সালে আইন শি(ার

সূত্রপাত হয়। বোম্বাই বোর্ড অফ এডুকেশন ২১৬টি স্থানীয় ভাষার বিদ্যালয় স্থাপন করে। এইভাবে বোম্বাই মহারাষ্ট্রে শি(ার আলোক প্রসারিত হয়। মহারাষ্ট্রে স্ত্রীশি(াও প্রসারিত হয়েছিল। আমেরিকান মিশনারী, চার্চ মিশনারী সোসাইটির প্রচেষ্টার অনেকগুলি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয়। থানে, নাসিক, বেসিন শহরেও স্ত্রীশি(ার বিস্তার হয়েছিল।

৩.৭.৩ মহারাষ্ট্রে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন

মহারাষ্ট্রে সমাজসংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ১৮৩০ সালে গঙ্গাধন শাস্ত্রী জাম্বেকর ও জগন্নাথ শঙ্কর ঘোষ খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন শু(করেছিলেন। গজানন রাও বৈদ্যের সভাপতিত্বে তৈরি হয় হিন্দু মিশনারী সোসাইটি। ১৮৪০ সালের পর মহারাষ্ট্রে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শু(হয়। আন্দোলনকারীগণ জাতবিচার মানতেন না ও প্রকাশ্যে সেই প্রকার আচরণ করতেন।

৩.৭.৪ প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন

মহারাষ্ট্রে সংস্কার আন্দোলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠার পর। বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর ভারত পরিত্র(মার অভিনব দৃষ্টান্ত ছিল ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে 'ধর্ম সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা। বোম্বাই-এর ধর্ম সমাজ 'প্রার্থনা সমাজ' নামে পরিচিত হয়। প্রার্থনা সমাজের মূল প্রেরণা এসেছিল বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ থেকে। বস্তুতপ(, ১৮৫০ সালে কেশবচন্দ্র সেন এখানকার কিছু বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি(দের সঙ্গে আলোচনা করে যাবার পর প্রতিষ্ঠা হয় ধর্ম সমাজের। ১৮৬৭ সালে আত্মারাম পাণ্ডুরং গড়ে তোলেন প্রার্থনা সমাজ। ১৮৬৮ সালে পুনরায় কেশবচন্দ্র সেন এখানে এসে প্রার্থনা সমাজকে আরো সংগঠিত বিন্যস্ত করে দিয়ে যান। ১৮৭০ সালে প্রার্থনা সমাজে যোগদান করেছিলেন আর. জি. ভাণ্ডারকর, রামকৃষ(গোখলে এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। এইসব ব্যক্তি(ত্ব প্রার্থনা সমাজকে নুতনভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল।

৩.৭.৫ প্রার্থনা সমাজের উদ্দেশ্য

প্রার্থনা সমাজের দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল অদ্বৈতবাদের প্রচার ও সমাজ-সংস্কার। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সমাজ-সংস্কারকরা একে(েরবাদের বি(াসী ছিলেন এবং নামদেব, রামদাস, তুকারাম প্রমুখ মারাঠী ধর্মগু(দের নীতি অনুসরণ করতেন। তাঁর মূর্তিপূজার বিরোধিতা, সামাজিক উন্নয়ন, নারী কল্যাণ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শগুলির প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়া প্রার্থনা সমাজ-সংস্কারকরা অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ, দরিদ্রদের সেবা, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি কর্মসূচী নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বহু চিকিৎসালয়, অনাথ আশ্রম, শিশু সদন। পশ্চিম ভারতে এক ব্যাপক সমাজসংস্কার ও শিল্প বিস্তারের এবং রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন প্রার্থনা সমাজের সংস্কারকরা।

৩.৭.৬ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পার্থক্য

প্রার্থনা সমাজ কোন নতুন ধর্মপ্রচার করেনি। এছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও এই প্রার্থনা সমাজ ব্রাহ্ম সমাজের ছায়া হয়ে থাকেনি। প্রার্থনা সমাজে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত(এক সংস্কার সম্প্রদায় বলে মনে করত। প্রার্থনা সমাজের সভ্যরা ব্রাহ্মদের মতো নিজেদের নতুন ধর্মপ্রচারক বলে ভাবতেন না। প্রার্থনা সমাজ তাই নিজ কর্মপ্রচেষ্টার জন্য মৌলিক সংগঠনরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এটি ছিল একটি হিন্দু সংগঠন।

৩.৭.৭ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ও তাঁর কার্যাবলী

প্রার্থনা সমাজ সংগঠনের কাজ সবচেয়ে বেশি জোরদার হয়েছে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের প্রচেষ্টায়। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে জাতিবেধ বিরোধী জনমত গড়ে তুলেছিলেন। বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শি(া, স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার এবং বাল্য ও বহু বিবাহ অবসানের জন্য প্রয়াসী হলেন। রাণাডে বি(াস করতেন ভারতীয় ঐতিহ্য, সভ্যতার মধ্যে বহু সদগুণ রয়েছে কিন্তু মানুষের অজ্ঞতা কুশি(ার ঘাসে তার উপর আস্তরণ পড়ে বহু উচ্চ আদর্শ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই সংস্কারকদের প্রথম কর্তব্যই হল এই আস্তরণ দূরীভূত করা। হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপর কুশি(া, কুসংস্কারের ফলে যেসব বিধি-নিষেধের আবরণকে শান্তিপূর্ণভাবে মোচন করতে হবে। এই সময় বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম পুন(ভ্যুত্থানের প্রয়াস দেখা যাচ্ছিল। কিছু বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন হিন্দুধর্মের পুনঃ অভ্যুত্থান হলেই ভারত বিদেশী থেকে শাসনমুক্তি(লাভ করতে স(ম হবে। তাঁদের বক্ত(ব্যকে খণ্ডন করে রাণাডে বলেছিলেন প্রথা প্রাচীন হলেই তাকে ধরে রাখতে হবে এমন ধারণা অযৌক্তি(ক, তাই হিন্দুধর্মের পুনঃঅভ্যুত্থান হলেই তার কুপ্রথা, কদাচারগুলিকেও নির্বিশেষে গ্রহণ করতে হবে। তাই পুনঃঅভ্যুত্থান নয় প্রয়োজনীয় হল হিন্দুধর্মের সংস্কার।

৩.৭.৮ রাণাডের অবদান

রাণাডে তার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রার্থনা সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলেন অথচ ব্রাহ্ম সমাজে এসেছিল ভাঙ্গন। তাঁর চেষ্টায় হিন্দু সমাজ নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সেইসব ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করা যা সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে এবং যে শি(া, সংস্কার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের মানসিক সামাজিক প্রগতির পথ (দ্ধ করছে তাকে বর্জন করতে হবে, তা সেই প্রথা বা প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীনই হোক না কেন। তিনি প্রচার করেছিলেন রাজনৈতিক (মতার ভিত্তিতে সামাজিক উন্নতি সম্ভব এবং রাজনৈতিক (মতায় আসতে গেলে সমাজব্যবস্থা শক্তি(শালী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রভাব ছিল। তিনি কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের সঙ্গে একটি সামাজিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন।

৩.৭.৯ বাল গঙ্গাধর তিলকের অবদান

রাণাডের পর মারাঠী সংস্কারকদের মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলকের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। তিনিও হিন্দু ধর্মের সমাজের সংস্কারের কথা ভাবতেন কিন্তু রাণাডের মতো সংস্কারের মাধ্যমে নয় তিনি চেয়েছিলেন

হিন্দু ধর্মের পুনঃঅভ্যুত্থান। তিনি সামাজিক চেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের উপরও জোর দিতেন কারণ রাজনীতি ও সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজ ও রাজনীতির যুগ্ম বিকাশের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অপশাসন থেকে মুক্তি(লাভ করতে পারবে।

৩.৭.১০ মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সমাজ সংস্কার

রাণাডে, তিলক ছাড়াও জ্যোতিবা ফুলে নামে একজন মারাঠী সংস্কারক স্ত্রী-শি(া, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রসার এবং অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ প্রথা অবসান প্রভৃতির জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী পুণা শহরে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও অস্পশ্য বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব কাজের জন্য তাঁকে সমাজ ও গৃহচ্যুত করা হলে তিনি না দমে 'সত্যসাধক সমাজ' গড়ে তুলেছিলেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মারাঠী ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের অবিচারের বি(দ্ধে সাহস যুগিয়ে ছিলেন।

৩.৮ আর্য সমাজ আন্দোলন

ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, নব্যবঙ্গ আন্দোলন প্রভৃতি ছিল পশ্চিমী ভাবধারা ও আদর্শে প্রভাবিত। কিন্তু আর্য সমাজ আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই আর্য সমাজ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য শি(ার সংস্পর্শে তিনি আসেননি। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল বেদ। বৈদিক আদর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে তীব্র মনোভাব জনগণের মধ্যে প্রসারিত করে আর্য সমাজের আন্দোলনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছিলেন। বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর সমাজব্যবস্থাকে সংগঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য এবং একমাত্র ইচ্ছা।

৩.৮.১ দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও তাঁর সংস্কার প্রয়াস

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন গুজরাটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। সংসার জীবনে তাঁর নাম ছিল মূলশংকর। রাজা রামমোহনের মতো তিনিও একে(শ্বরবাদে বি(শ্বাসী ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন এই প্রথা বৈদিক ধর্মের পরিপ্রে(িতে বাস্তবসম্মত নয় এবং তা বর্জনীয়। স্ত্রীশি(া, বিধবা বিবাহ, প্রয়োজনে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি বৈদিক ধর্মের অনুমোদিত নয় বলে যে ধারণা ছিল তার খণ্ডন করেছিলেন। ভারতের সর্বত্র বৈদিক ধর্মাচরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যে পশ্চিমী শাসন আর্য সমাজ ও ধর্মকে বিকৃত অপমানিত করেছে তার বি(দ্ধে দেশবাসীকে জাগ্রত করে তোলেন। পাঞ্জাব ও উত্তরভারতে তাঁর আন্দোলন শক্তি(শালী হয়ে ওঠে। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য তাঁর আবেদন হয়ে উঠেছিল সার্বজনীন। অহিন্দুরা যাতে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তিনি শুদ্ধি

আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ''ভারতবর্ষকে এক জাতি এক ধর্ম এবং এক সমাজে ঐক্যবদ্ধ করা।'' তাঁর মতে বেদ হল সত্যের আধার। নিজ মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামে কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে ছিল আর্যধর্মের ব্যাখ্যা ও বি(-ষণ। এই গ্রন্থখানি শুধু শি(িত শ্রেণীর মধ্যেই নয়, জনগণের মধ্যেও প্রচার করেন। তাই তাঁর মতবাদ খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম শক্তি(শালী হয়ে ওঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আর্য সমাজ-সংস্কারকরা এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁরা পশ্চিমী শি(ার প(পাতী ছিলেন না কিন্তু পরে লাহোরে স্থাপিত হয় এ্যাংলো-ভেদিক কলেজ এবং আর্য সমাজীরা পাশ্চাত্য শি(ার উপর গু(ত্ব দিতে থাকেন।

৩.৯ সারাংশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার তাৎপর্য হল যে জনমানসে এর ফলে জাতীয় চেতনার জাগরণ হয়, উদ্ভাসিত হয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গঠনমূলক দিকটি। ভারতের সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের তিনটি স্রোতধারা পরিল(িত হয়। একটি স্রোতধারায় চরম প্রাচ্যপন্থী বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হল আর্যসমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ(মিশন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় স্রোতধারাটি চরম পাশ্চাত্যপন্থী বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিচলিত হল নব্যবঙ্গ আন্দোলন এবং তৃতীয় ধারায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের রূপটি পরিস্ফুট হল ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজ আন্দোলনের মধে দিয়ে। স্রোতধারা বা বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হলেও ল(্য ছিল একটি পরাধীন ভারতের শৃংখলামোচনের জন্য কুসংস্কার মুক্ত(করে জাতীয়তাবোধের জাগরণ।

৩.১০ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

২। ধর্মতলা একাডেমীর প্রতিষ্টাতা কে? তাঁর ছাত্রের নাম লিখুন।

৩। বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি?

৪। ব্রাহ্ম সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? শিবনাথ শাস্ত্রী পরিচালিত ব্রাহ্ম সমাজের নাম কি?

৫। দয়ানন্দ স্বামীর প্রকৃত নাম কি?

৬। প্রথম বিধবা বিবাহ কে করেছিলেন?

৭। শিকাগো ধর্ম সম্মেলন কবে হয়েছিল?

৮। প্রার্থনা সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৯। সত্যসাধক সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

১০। সত্যার্থ প্রকাশ কার রচনা?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের পার্থক্যগুলি আলোচনা ক(ন।

২। মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য শি(ার অবদান কতটা?

৩। বাঙ্গলাদেশে পাশ্চাত্যে শি(া বিস্তারে ব্যক্তি(গত উদ্যোগ আলোচনা ক(ন।

৪। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের অবদান কী?

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। 'প্রথম আধুনিক মানুষ' রূপে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা ক(ন।

২। মহারাষ্ট্র ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের (েত্রে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের ভূমিকা কি ছিল?

৩। নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কী ছিল?

৪। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন?

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. অমিতাভ মুখার্জী—Reform and Regeneration in Bengal.
2. R.C. Majumdar (ed)—British Paramountcy and Indian Renaissance.
3. Tarachand— History of Freedom Movement in India—VOl. II.
4. Sumit Sarkar— Modern India. 1885.
5. N.S. Bose— Indian Awakening and Bengal.